মেহেরপুরে হু হু করে বাড়ছে করোনা

মেহেরপুরে আবারও বেপোরোয়া করোনা। কয়েক মাস সাইলেন্ট থাকার পর যেন আবারও নবরুপে ভয়ঙ্কর হচ্ছে কোভিড-১৯। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২ সপ্তাহে শনাক্ত হয়েছে ৪৫জন করোনা রোগী।
যেখানে জানুয়ারিতে ছিল ১৫ জন, ফেব্রয়ারিতে ছিল মাত্র ১ জন তারপর থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত ছিল শূণ্য।
জেলা সিভিল সার্জন অফিসের তথ্য মতে গত ১৩ মার্চ থেকে এপর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন। এদের মধ্যে সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮ জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৩১ জন। এদের মধ্যে মেহেরপুর সদরে ২৩ জন ও গাংনীতে ৮ জন। গত বছর ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে জেলায় প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। এর পর থেকে এপর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮০৯ জন। এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন, সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭’শ জন ও অন্যত্র চলে গেছে ৬১ জন।
সারাদেশের তুলনায় মেহেরপুরের করোনার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে স্বাস্থ্যবিভাগ, পুলিশ, জেলা প্রসাশন। জনচলাচল সীমিত করার পাশাপাশি মাস্ক ব্যাবহার নিশ্চিতে কঠোর হচ্ছে প্রশাসন। সাথে কাজ করছে জেলা পুলিশের একাধিক দল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ফের মাইকিং করেছে শুরু করেছে পৌরসভাও। ভ্যাকসিন কার্যক্রমও অব্যাহত রয়েছে।
মেহেরপুরে এ পর্যন্ত ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছে ১৭ হাজার ৩’শ ৩৩ জন এবং রেজিস্ট্রেশন করেছে ২২ হাজারের উপরে। মেহেরপুরে টিকা এসেছে ১৯ হাজার ডোজ। বাকিগুলো ও দ্বিতীয় ডোজ টিকা কবে নাগাদ আসবে সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই সিভিল সার্জন অফিসে।
এদিকে, দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পুনরায় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব অফিস ও কারখানা অর্ধেক জনবল দ্বারা পরিচালনা, উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, জনসমাগম সীমিত করা, গণপরিবহনে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী পরিবহনসহ ১৮ দফা নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল। ২৪ ঘন্টা নিরবিছিন্ন অক্সিজেন সরবারাহের জন্য নতুন করে অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনের

পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে ৩টি ভেন্টিলেটর।
করোনার যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি উল্লেখ করে হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে অলাদা ওয়ার্ড করা হয়েছে। আমরা সার্বক্ষনিক করোনা আক্রান্তদের শতভাগ চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি।
মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, হঠাৎ করেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের সবাইকে করোনা প্রতিরোধে সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। টিকা এসেছে বলে আত্মতুষ্টিতে ভোগা যাবে না। করোনা মহামারি প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।
করোনা প্রতিরোধে জেলা পুলিশের কর্মকান্ড নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম বলেন, করোনার শুরু থেকেই প্রতিরোধে কাজ করছে পুলিশ। পুলিশ সুপারের নির্দেশে সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে পুলিশের একাধিক দল মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। মাস্ক বিতরণ, জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসাধারণকে তাগাদা দিচ্ছে।
জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, করোনা প্রতিরোধে আবারও আমরা জনসচেতনতার ওপর জোর দিচ্ছি। ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে জেলা প্রশাসনের একাধিক টিম। সেই সাথে জনসাধারণকে নিজে থেকেই সচেতন হতে হবে, পাশাপাশি করোনা প্রতিরোধে গণমাধ্যমকর্মীরা আগে যেভাবে সহযোগীতা করেছে এবারো তাদের সহযোগীতা নিয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবো।
করোনার এমন পরিস্থিতিতে সরকারের ১৮ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়ন করাটাও এখন বড় চেলেঞ্জ। নতুন করে সব কিছু সীমিত করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। বাসে যাত্রি অর্ধেক করা, জনসমাবেশ নিষিদ্ধ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অর্ধেক জনবল ইত্যাদি পুনরায় চালু করা যেন প্রশাসন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য কঠিন।
সরকারি ১৮টি নির্দেশনাগুলো হলো:
১. সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ যেকোনো উপলক্ষে জনসমাগম সীমিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে উচ্চ সংক্রমণ এলাকায় জনসমাগম নিষিদ্ধ থাকবে।
২. মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি পালন নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।
৩. পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র, সিনেমা হল, থিয়েটার হলে জনসমাগম

সীমিত করতে হবে এবং সব ধরনের মেলা আয়োজন নিরুৎসাহিত করা হবে।
৪. গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং ধারণক্ষমতার অর্ধেকের বেশি যাত্রী পরিবহন করা যাবে না।
৫. সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আন্তজেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধ করতে হবে।
৬. বিদেশফেরত যাত্রীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে।
৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খোলা ও উন্মুক্ত স্থানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বেচাকেনা করতে হবে।
৮. স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোয় মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
৯. শপিং মলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
১০. দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকবে।
১১. অপ্রয়োজনে রাত ১০টার পর ঘর থেকে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
১২. প্রয়োজনে বাইরে গেলে স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মানতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাস্ক না পরলে বা স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চললে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১৩. করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বা করোনার লক্ষণ রয়েছে এমন ব্যক্তির আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা অন্যদের কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব সরকারি-বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান, শিল্পকারখানা ৫০ শতাংশ লোকবল দিয়ে পরিচালনা করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা, অসুস্থ, ৫৫ বছরের অধিক বয়সী ব্যক্তিদের বাসায় থেকে কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৫. সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা যথাসম্ভব অনলাইনে আয়োজন করতে হবে।
১৬. সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যেকোনো ধরনের গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।
১৭. হোটেল, রেস্তোরাঁয় ধারণক্ষমতার অর্ধেক মানুষ প্রবেশ করতে পারবে।
১৮. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অবস্থানের পুরোটা সময়ই বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরাসহ সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

রিজভীর তৃতীয়বার পরীক্ষায়ও করোনা পজিটিভ, দোয়া প্রার্থনা

তৃতীয়বার নমুনা পরীক্ষায়ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। বিএনপির এই নেতা করোনা আক্রান্ত হয়ে ১৭ মার্চ থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে কোভিড ইউনিটে ১৩০৫ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তবে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও এখনো করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসছে বলে জানান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

ডা. রফিকুল বলেন, রিজভীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও তিনবার করোনা টেস্ট করার পর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসছে। তার ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত। আজ (বুধবার) সকালে তার ডায়াবেটিস একেবারে কমে গিয়ে হাইপো হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরা ব্যবস্থা নেওয়ায় এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ডা. রফিক আরও বলেন, করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। এর আগে তার ফুসফুসের সিটিস্কেন করা হয়েছে, রিপোর্ট ভালো এসেছে। হার্টের রিপোর্টও ভালো। এছাড়া তিনি খাবারও খেতে পারছেন।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভোগার পর গত ১৬ মার্চ রিজভীর করোনা টেস্ট করলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

এদিকে রুহুল কবির রিজভীর আশু রোগমুক্তি কামনায় তার ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া চেয়েছেন।

করোনায় আরও ৫২ জনের মৃত্যু

কোভিড-১৯ সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। রোজ হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসে। এ নিয়ে প্রাণহানি ৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৩৫৮ জন। যা দেশে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সবশেষ পরিসংখ্যান জানাতে বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মারা যাওয়া ৫২ জনের মধ্যে পুরুষ ৩৮, নারী ১৪ জন।

দেশে করোনা শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২৬ হাজার ৯৩১ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নতুন ৫ হাজার ৩৫৮ জন নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬ লাখ ১১ হাজার ২৯৫ জনে। আর ৫২ মৃত্যু নিয়ে দেশে মোট ৯০৪৬ জনের প্রাণহানি হলো মহামারিতে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন ২২১৯ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৪২ হাজার ৩৯২ জন।

দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় গত বছরের ৮ মার্চ। এর ১০ দিন পর প্রথম মৃত্যু হয় কোভিডে।

ব্রাজিলে সব রেকর্ড ভেঙে একদিনে ৩৭৮০ মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারি বিধ্বংসী রূপ নিয়েছে ব্রাজিলে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে রোজ অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। মারা যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। দেশটিতে একদিনেই মারা গেছেন তিন হাজার ৭৮০ জন। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার দেশটিতে একদিনে এটিই সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। খবর আনাদোলুর।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আলাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ব্রাজিলে তিন হাজার ৭৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন লাখ ১৭ হাজার ৬৪৬ জনে।

আর গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪ হাজার ৪৯৪ জন। এতে করে মোট আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়াল এক কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজারে।

এখন পর্যন্ত দেশটিতে এক কোটি ১১ লাখ মানুষ করোনা থেকে সেরে উঠেছেন।

২১৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরই বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করোনা মহামারিতে।
এদিকে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটারসের বুধবার সকালের তথ্যানুযায়ী, করোনায় গত ২৪ ঘণ্টায় লাতিন আমেরিকার দেশটিতে তিন হাজার ৬৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে তিন লাখ ১৭ হাজার ৯৩৬ জনের মৃত্যু হয়। সুস্থ হয়েছেন এক কোটি ১০ লাখ ৭৪ হাজার ৪৮৩ জন। আর মোট সংক্রমণ ১ কোটি ২৬ লাখ ৬৪ হাজার ৫৮ জন।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার বৈশ্বিক সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েছে। এই সময়ে নতুন করে প্রায় ৫ লাখ ৪২ হাজার সংক্রমিত হয়েছে যা আগের দিন ছিল চার লাখ ৪৫ হাজার।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ১০ হাজার ৮৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আগের দিন এই সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৫৯৫ জন।

করোনার বৈশ্বিক সংক্রমণ ১২ কোটি ৮৭ লাখ ৯৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ২৮ লাখ ১৫ হাজার ৮৯৬ জন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১০ কোটি ৩৯ লাখ সাড়ে ২৩ হাজারের বেশি।

করোনা: দুই সপ্তাহের জন্য ১৮ দফা জরুরি নির্দেশনা সরকারের

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে দুই সপ্তাহের জন্য ১৮টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা বলা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উচ্চ সংক্রমণ যুক্ত এলাকায় সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সব ধরনের জনসমাগম (সামাজিক, রাজনৈতিক, ও ধর্মীয় অন্যান্য) সীমিত করতে হবে।

রাত ১০টার পর জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গণপরিবহনে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী বহনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জরুরি সেবা ছাড়া সরকারি-বেসরকারি সব অফিস, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কল-কারখানা অর্ধেক (৫০ ভাগ) জনবল দিয়ে পরিচালিত করতে হবে।

বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে (হোটেলে নিজ খরচে) থাকতে হবে।

দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে গত বছরের ৮ মার্চ। এর ১০ দিন পর প্রথম মৃত্যু হয়। সম্প্রতি করোনায় সংক্রমণ বেড়েছে।

1.9k
Shares
facebook sharing button

ফের অফিস-কারখানা-শপিংমল বন্ধের প্রস্তাব

মহামারী করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় আবারও অফিস, কারখানা ও শপিংমল বন্ধের প্রস্তাব করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।এছাড়া উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা, গণপরিবহনে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী পরিবহনসহ আরও কিছু প্রস্তাবনা রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

সরকারের অনুমোদন পেলে এসব প্রস্তাবনা জারি হতে পারে। প্রস্তাবের নির্দেশনাগুলো কমপক্ষে আগামী ৩ সপ্তাহ পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সারা দেশে করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ইতোমধ্যে সংক্রমণের হার ১৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে। রি-প্রডাকশন সম্বর (আরনট) প্রায় দেড় শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দুটি প্রস্তাব তৈরি করেছে। একটি সারা দেশের জন্য, অপরটি প্রযোজ্য এলাকার জন্য।

সারা দেশের জন্য প্রস্তাবে বলা হয়েছে- সব ধরনের (সামাজিক/রাজনৈতিক/ধর্মীয়/অন্যান্য) জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। কমিউনিটি সেন্টার/কনভেনশন সেন্টারে বিয়ে/জন্মদিন/সভা/ সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা।

বাড়িতে বিয়ে/জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। মসজিদসহ সব উপাসনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ন্যূনতম উপস্থিতি নিশ্চিত করা (ওয়াক্তিয়া নামাজে ৫-এর অধিক নয় এবং জুমার নামাজে ১০-এর অধিক নয়)।

পর্যটন/বিনোদন কেন্দ্র/সিনেমা হল/থিয়েটার হল সব ধরনের মেলা বন্ধ রাখা। গণপরিবহনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক যাত্রী পরিবহন না করা।

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে আন্তঃজেলা যান চলাচল বন্ধ থাকা।

অভ্যন্তরীণ বিমান ধারণ ক্ষমতার ৫০ ভাগের অধিক যাত্রী পরিবহন না করা। সব আন্তর্জাতিক যাত্রী চলাচল (স্থল/বিমান/সমুদ্র) সীমিত করা। বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের ১৪ দিন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ও জরুরি দ্রব্যাদির ক্রয়/বিক্রয় খোলা/উন্মুক্ত স্থানে নিশ্চিত করা। ওষুধের দোকানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা।

শপিংমল বন্ধ করা। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়) ও কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখা।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সর্বদা নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরাসহ সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাড়ির বাইরে জনগণের অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি/ জনসমাগম/আড্ডা বন্ধ করা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাত ৮টার পর বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিষেধ।

হোটেল- রেস্তোরাঁগুলোয় বসে খাওয়া বন্ধ রাখা। তবে হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে খাবার কিনে বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রয়োজনে বাইরে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে সর্বদা নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরাসহ সব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা নিশ্চিত করা। মাস্ক না পরলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনা উপসর্গ/লক্ষণযুক্ত সন্দেহজনক ও নিশ্চিত করোনা রোগীর আইসোলেশন ও করোনা পজিটিভ রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্যদের কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকি সব অফিস/শিল্পকারখানা বন্ধ রাখা। জরুরি সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রতিদিন ৩৩ ভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে কর্মসম্পাদন করা। অসুস্থ/গর্ভবতী/৫৫ বছরের ঊর্ধ্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীর বাড়িতে থেকে অফিস নিশ্চিত করা।

অফিসে প্রবেশ এবং অবস্থানকালীন সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে নাক-মুখ ঢেকে মাস্ক পরা নিশ্চিত করা।

প্রতিষ্ঠানগুলোর সব সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার অনলাইনে করা। ২০. সশরীরে উপস্থিত হতে হয় এমন যে কোনো ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রাখা।

প্রয়োজনে উচ্চ সংক্রমিত এলাকাতে লকডাউন করা। প্রত্যেক এলাকার বর্জ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানান্তর নিশ্চিত করা।

জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা

কোভিড-১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে দুই সপ্তাহের জন্য ১৮টি জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা বলা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উচ্চ সংক্রমণযুক্ত এলাকায় সব ধরনের জনসমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর সারাদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়সহ সব ধরনের জনসমাগম সীমিত করা হয়েছে। বিয়ে, খেলাধুলাসহ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।
মসজিদসহ সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন করতে হবে।

গণপরিবহনে বর্তমানে যে যাত্রী চলাচল করছে তার অর্ধেকের বেশি পরিবহন করা যাবে না। অর্থাৎ ধারনক্ষমতার অর্ধেকের বেশি যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহণে চলতে হবে।
সংক্রমণের উচ্চ ঝুকির এলাকায় আন্ত:জেলা যান চলাচল সীমিত করতে হবে, প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে।

দেশে আরও ৩৫ প্রাণহানি, শনাক্ত ৩৯০৮

কোভিড-১৯ এ দেশে একদিনে আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই মহামারিতে ৮ হাজার ৯০৪ জনের মৃত্যু হলো।

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৯০৮ জন। এ নিয়ে ৫ লাখ ৯৫ হাজার ৭১৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত হলেন দেশে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সবশেষ আপডেট জানাতে রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ২ হাজার ১৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন গত এক দিনে। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯৪১ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে গত বছর ৮ মার্চ করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বছর ১১ মার্চ তা সাড়ে আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে গত বছরের ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

করোনায় দেশে আরও ৩৩ প্রাণহানি, শনাক্ত ৩৭৩৭

কোভিড-১৯ এ দেশে একদিনে আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই মহামারিতে ৮ হাজার ৮৩০ জনের মৃত্যু হলো।

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৭৩৭ জন। এ নিয়ে ৫ লাখ ৮৮ হাজার ১৩২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হলেন দেশে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সবশেষ আপডেট জানাতে শুক্রবার

স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ২ হাজার ৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন গত এক দিনে। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৯৫১ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে গত বছর ৮ মার্চ করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বছর ১১ মার্চ তা সাড়ে আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে গত বছরের ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মেহেরপুরের মুক্তিযোদ্ধা লালার মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন মেহেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান লালা। আজ ভোরে শেখ রাসেল গ্যসেট্রালিভার ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)।

তাঁর পারিবরিক সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ তারিখ মঙ্গলবার ধানমন্ডির ইডেন মাল্টিকেয়ার হাসপাতালে কোভিড-১৯ পজেটিভ রিপোর্ট পাওয়া যায়। বুধবার অবস্থার অবনতি হলে তাকে শেখ রাসেল গ্যসেট্রালিভার ইনিস্টিটিউট নেয়া হয়। সেখানে লাইফ সাপোর্টে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা মহম্মদপুর সাত মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ সকাল ১১টায়। বীরমুক্তিযোদ্ধাকে মহম্মদপুর ঢাকা প্রশাসন রাষ্ট্রীয়মর্যাদা প্রদান করে মহম্মদপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের ৮নং সেক্টরের সেক্টটর কমান্ডার মেজর এম

মঞ্জুরের অধীন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন।

তাঁর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায় তিনি বৈদ্যনাথতলা (মুজিবনগর) এবং চুয়াডাংগা মেহেরপুর সংযোগ ব্রীজটি তিনি নিজ হাতে ধ্বংস করেন। মরহুম তার স্ত্রী ও দ্ইু কন্যা রেখে গেলেন।